**Pratidhwani the Echo**
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-X, Issue-IV, July 2022, Page No.40-47*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# নাট্যসৌকর্যে 'কর্ণভারম্': একটি অনুচিন্তন

**সুনন্দা হালদার**
*স্যাক্ট, সংস্কৃত বিভাগ, গলসী মহাবিদ্যালয়, গলসী, পূর্ব বর্ধমান*

***Abstract:***

*Bhasa has been examined and the significance of his works has been brought out generally. He is appropriately viewed as the pioneer behind the Sanskrit drama. We have references for a few different dramas and dramatists, however, every one of them are still in haziness. From the assertion of Kalidasa in his initial lines of Malavikagnimitra, we hear the names of three famous writers- Bhasa, Saumilla, and Kaviputra. Among these three we have no other data about Kaviputra and Saumilla. About the plays of Bhasa , we have nonstop references in our talking point. In any case , after the twelfth century AD for obscure reasons crafted by Bhasa were in murkiness. During the first decade of the 20$^{th}$ century, the compositions of Bhasa's works were found in Thiruvananthapuram. There are likewise sure debates with respect of the validness of a couple of dramas in the Bhasanatakacacram. It is of no utilization in examining these issues over and over without appropriate proof. The 13 plays of Bhasa have been acknowledged by extraordinary researchers with next to no booking. Further, the greater part of these plays are even currently seen as generally appropriate for stage portrayal. The present paper aims at showing the uniqueness of Mahakavi Bhasa laid in his play Karnabharam.*

***Key words: Bhasa, Kalidasa, Karnabharam, Drama, Natyakala***

সন্নিবেশিত চরিত্রসমূহ কিংবা বিষয়বস্তু অপেক্ষা রসাভিব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ায় সংস্কৃত নাটকগুলি চরিত্রগত ভাবে হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত ভাববাদী ও আবেগপ্রবণ। কাব্য ও আবেগের স্পর্শে উজ্জ্বলরূপ পরিগ্রহকারী নাটকসমূহ মানব চরিত্রের সৌন্দর্য ও গভীরতা প্রকাশের এবং কাব্যগুনের স্বাভাবিকতায় হয়ে উঠেছিল চিত্তাকর্ষক। ব্যক্তিত্ব আরোপিত চরিত্র অপেক্ষা এক একটি বিশেষত চরিত্র নির্মানে ভাবাবেগসমূহ প্রাধান্য পেয়েছিল সংস্কৃত নাটকে। বলা হয় চরিত্রগুলি প্রায়শই গতানুগতিক মৌলিক নয়। যদিও স্বল্পক্ষমতাসম্পন্ন নাট্যকারগনের হাতে ভাববাদী সৃষ্টি সক্রিয় অভিনয় ও চরিত্র রূপায়নকে আচ্ছন্ন করেছে। তৎসত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাট্যকারগন এরূপ অসামান্য চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন যেগুলো আদৌ অবাস্তব নয়। এরূপে মৃচ্ছকটিকের চারুদত্ত ও অভিজ্ঞান শকুন্তলমের দুষ্যন্ত নিছক বিশেষ ধরনের চরিত্র নয়। অনুরূপভাবেই 'কর্ণভারম' নাটকের কর্ণ চমৎকার চিত্রিত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটকসমূহ মাঝে মাঝে বাস্তবতার স্পর্শে উদ্ভাসিত হলেও অস্বীকার করা যায়না যে নাটকীয় সক্রিয়তা বা চরিত্রের প্রত্যক্ষ রূপায়নের জন্য কাব্যগুনকে কখনই বিসর্জন দেওয়া হয়নি। অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকই আধুনিক মানদণ্ডে নাট্যকাব্যরূপে পরিগণিত হবে।

কোনো কোনো নাট্যকারের ক্ষেত্রে মনে হয় রসগত ও কাব্যগুনসম্পন্ন বিষয় চিত্রিত করার ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টায় নাটকীয়তার বোধ থেকে তারা বিযুক্ত হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাট্যরস সৃষ্টির প্রতিবন্ধক গীতিকাব্য বা মহাকাব্যধর্মী বিষয়ের নির্বাচন, নাট্যকারের নাটকে নাট্যগুনের অভাবের জন্য দায়ী। তবে মহামতী ভাস এবিষয়ে স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ ইংরাজী DRAMA-র সংস্কৃত প্রতিশব্দ রূপক নাটক নয়- এই উপলব্ধির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণভাবেই তাঁর নাটকসমূহের সৃষ্টি। নাট্যতত্ত্বের গভীর পদচারনা তাঁর কৃতীসমূহের ছন্দে ছন্দে উদ্ভাসিত।

প্রথিতযশা সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে মহাকবি ভাস অন্যতম, যার সাহিত্যকীর্তি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় ভাবধারাকে করেছে সমৃদ্ধ। নাট্যসাহিত্যের অপূর্ব রূপ প্রত্যক্ষ করে আচার্য ভরতের দর্শনানুযায়ী পঞ্চম বেদ রূপ নাটক কবিত্বের চরম পরিপাক রূপেও ভুষিত হয়- 'নাটকান্তং কবিত্বং'। ত্রিলোকের ভাবসন্নিবিষ্ট দৃষ্টিকোণ ভাসের নাটকসমূহকে মহত্বের আসনে আসীন করেছে। যেখানে মানবিক ভাবনা সুনিপুন লেখনীতে চিত্রায়িত। সর্বমোট ১৩ টি নাটক মহাকবি ভাস কর্তৃক বিরচিত হয়েছে। ভাষা, শৈলী, ভাব-বিচার, পাত্র-পাত্রীর নামকরণ, সমরূপতা, প্রারম্ভে স্থাপনা শব্দের প্রয়োগ ---নাটকসমূহের কর্তৃত্ব বিষয়ক সংশয়ের নিরাকরণের মাধ্যমে কৃতিসমূহের এককর্তৃত্বকেই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ভাস এক উল্লেখযোগ্য স্থান পরিগ্রহ করে রয়েছে। আপন কবিত্বশক্তির দ্বারা মহাকবি ভাস নাট্যজগৎকে সূর্যের আলোর মতো আলোকিত করেছেন। কিন্তু তাঁর কৃতিসমূহ পরস্পর বিরোধিতা এবং সংশয়গ্রস্ততা দোষে দুষ্ট ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ভাস কেবলমাত্র প্রখ্যাত নাট্যকাররূপে পরিচিত ছিলেন। ভাসের নাটকসমূহ দক্ষিনভারতে পাণ্ডুলিপি আকারে অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল। যার সম্পর্কে সাধারণ মানুষ অজ্ঞাত ছিলেন। সর্বপ্রথম ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় টি গনপতি শাস্ত্রী তাঞ্জোরের গ্রন্থাগার হতে কেরল লিপিতে প্রাপ্ত উক্ত ১৩ টি নাটকের পাণ্ডুলিপিকে জনসমক্ষে আনেন। গনপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকাশনার পূর্বেই সংস্কৃত আচার্য তথা কবিগন ভাসের উল্লেখ এবং যশকীর্তন করেছেন, যার দ্বারা জ্ঞাত হয় নাট্যসাহিত্যে ভাস স্বকীয় প্রতিভায় স্বতন্ত্র জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

মহাকবি ভাসের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রশস্তিমূলক শ্লোকের মধ্যে কয়েকটি নিম্নে আলোচিত হল-

১)'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে সূত্রধারের মুখনিঃসৃত শ্লোকে সৌমিল্ল কবিপুত্র প্রমুখের সঙ্গে ভাসের নামোল্লেখ তাঁকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছে---

"প্রথিতযশসাং ভাসসৌমিল্লকবিপুত্রাদিনাং প্রবন্ধাণতিক্রম্য কথং বর্তমানস্য কবেঃ
কালিদাসস্য কৃতৌ বহুমানঃ"।[১]

২) নান্দীর মাধ্যমে সংস্কৃত নাটকের সূত্রপাতের চিরাচরিত প্রথার সমূলে কুঠারাঘাত করে সূত্রধারের মারফৎ নাটকের আরম্ভ- ভাসকে মৌলিকতায় উজ্জ্বল করেছে, যার উল্লেখ বাণভট্টকৃত 'হর্ষচরিতে' প্রাপ্ত হয়---

"সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভুমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব"।।[২]

৩) বাক্পতিরাজ তাঁর 'গৌড়বহ' নামক প্রাকৃত ভাষায় লিখিত মহাকাব্যে ভাসকে 'জলণমিত্তে'-জ্বলনমিত্র (অগ্নির মিত্র) বলেছেন---

"ভাসম্ভি জলণমিত্তে কন্তীদেবে তহাবি রহুআরে।
সোবন্ধবে অ বন্ধম্ভি হারি অন্দে অ অবন্দো"।[৩]

৪) নাট্যকার আলঙ্কারিক কবি জয়দেব তাঁর 'প্রসন্নরাঘব' নাটকে ভাসের হাস্যরস বর্ণনার কুশলতার উল্লেখ করেছেন—

"যস্যাশ্চৌরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরঃ
ভাসো হাসো কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায়।।.৪।

৫) দণ্ডী তাঁর 'অবন্তিসুন্দরী কথা' কাব্যে ভাসের কাব্যগুনের প্রশংসা করেছেন----

"সুবিভক্তঃ মুখাদ্যঙ্গৈর্ব্যক্তিলক্ষণবৃত্তিভিঃ।
পরেতোহপি স্থিতো ভাসঃ শরীরৈরিব নাটকৈঃ"।।[৫]

৬) রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে উল্লিখিত 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের কথা কবিরূপে ভাসের প্রাচীনত্বকেই নির্দেশ করে---

" ভাসনাটকচক্রেহ স্মিঞ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোভূন্ন পাবকঃ"।।[৬]

রামচন্দ্র তথা গুণচন্দ্র প্রণীত 'নাট্যদর্পণ' ভোজদেব বিরচিত ' শৃঙ্গারপ্রকাশ', অভিনব গুপ্ত বিরচিত 'অভিনব ভারতী' গ্রন্থেও উক্ত নাটকটির উল্লেখ প্রাপ্ত হয়-----

ক) যথা ভাসকৃতে স্বপ্নবাসবদত্তে শেফালিকাশিলাতলমবলোক্য বত্সরাজঃ...।।[৭]

খ) বাসবদত্তে পদ্মাবতীমস্বস্থাং দ্রষ্টুং রাজা সমুদ্রগৃহকং গতঃ। [৮]।

গ)ক্বচিত্ক্রীড়া। যথা বাসবদত্তায়াম্। [৯]।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সর্বানন্দ তাঁর 'অমরকোশটীকাসর্বস্ব' গ্রন্থেও উদয়ন-বাসবদত্তার বিবাহের উল্লেখ করেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায় প্রথিতযশা নাট্যকার ভাস তাঁর নাটকসমূহের অপ্রকাশনার কারণেই সময়োচিত যশপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন যা কেবলমাত্র গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পুনরায় প্রাপ্ত হয়েছিলেন নাটকসমূহের পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে।
প্রথিতযশা মহাকবি ভাসের 'কর্ণভারম্' নাটকটিকে উৎসৃষ্টিকাঙ্ক একাঙ্ক নাটক বলা যেতে পারে।

উৎসৃষ্টিকাঙ্কে প্রখ্যাতং বৃত্তং বুদ্ধ্যা প্রপঞ্চয়েৎ
রসস্তু করুণঃ স্থায়ী নেতারঃ প্রাকৃতা পরাঃ
ভানবৎসন্ধি বৃত্যঙ্গৈর্যুক্তিঃ স্ত্রী পরিদেবিতৈঃ
বাচা যুদ্ধং বিধাতবং তথা জয় পরাজয়ো।। [১০]।

নাটকের নামকরণ বর্ণিত বিষয়ের অন্তর্হিতার্থদ্যোতক শব্দাবলীর প্রয়োগের দ্বারা হয়ে থাকে। এই নাটকে স্পষ্টভাবে কর্ণ বা ভার শব্দের কোনো ব্যাখ্যা নাই বা বর্ণিত নাটকে কোথাও আভাসিত হয় নাই। এ বিষয়ে বিশিষ্ট অধ্যাপক এ. ডি. পুশলকার-এর মন্তব্য কর্ণের ভারভূত কুণ্ডল দান করে তাঁর ( কর্ণের ) দানশীলতা বিশেষভাবে বর্ণিত হওয়ায় ' কর্ণভারম্ ' নামকরণ হয়েছে। নাট্যে বাচিক দান এবং ক্রিয়াত্মক দানের মধ্যভাগে ভারভূত বলেই নাটকটির নামকরণ ' কর্ণভারম্ '। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ড: পুশলকার কোথাও তাঁর ব্যাখ্যায় কবচকুণ্ডলের কথা উল্লেখ করে নাই । এ ব্যাপারে ডঃ ভিন্তারনিৎস কর্ণের দুর্ধর্ষ কার্য প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই ' কর্ণভারম ' নাটকটির নামকরণ বলে উল্লেখ করেছেন। ডঃ ভট্ট তাঁর অভিমতে

বলেছেন ---- " মহাভারতে কৌরবদের যুদ্ধ পরিচালনা এবং রক্ষার ভার কর্ণের উপর অর্পিত ছিল, যে কারণেই কর্ণ চিন্তিত ছিল আর বাস্তবে তার চরিতার্থতাই নাটকে প্রকাশিত এবং এই চিন্তা শব্দটি এক অর্থে ভার। সুতরাং নাটকটির নামকরণ ' কর্ণভারম্ ' হয়েছে। যুদ্ধকৌশলের ব্যর্থতার তিনটি কারণ বিদ্যমান ছিল।----১) পরশুরামের অভিশাপ, ২) অর্জুন ভিন্ন অন্য পাণ্ডবদের হত্যা না করা রূপ কুন্তির আশীর্বাদ, ৩)ইন্দ্রের কবচকুণ্ডলের দান।

বস্তুত, কর্ণের মানসিক সন্তাপ অর্থাৎ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেই কবি নাটকের অনুরূপ নামকরণ করেছেন।

উপরিউক্ত তথ্যের ভিত্তিতে একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে -'কর্ণভার' শব্দের অর্থ হল--- কর্ণে= কর্ণমনসি ভারঃ= সন্তাপঃ, গুরুত্বাপাদকঃ সন্তাপ ইত্যর্থঃ, যস্মিন্ তৎ কর্ণভারম্, অর্থাৎ কর্ণের মানসিক সন্তাপ, কর্ণের মানসিক চিন্তা যেখানে বর্ণিত হয়েছে সেটিই নাটক।

মহাকবি ভাস রচিত তেরোটি নাটকের অন্যতম নাটক এই ' কর্ণভারম্ ' নামক একাঙ্ক নাটকটি। মহাকবি ভাসের মহাভারতে উপজীব্য নাটকগুলি হল মধ্যমব্যায়োগম, দূতবাক্যম্, দূতঘটোৎকচম্, কর্ণভারম্, উরুভঙ্গম্, পঞ্চরাত্রম্ । কর্ণভারম্ নাটকটিতে উপস্থাপিত বিষয় প্রথমতঃ নাটকের প্রথমেই সূত্রধার রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হওয়া মাত্রই নেপথ্য থেকে শব্দ শোনা যায়।

ভট্ট দুর্যোধনের আদেশ জানাচ্ছেন মহামতি কর্ণকে, অপরদিকে প্রতিপক্ষ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন পতাকার সামনে গজাশ্বরথারূঢ় হয়ে বিক্রম প্রদর্শন করছেন। দুঃসহ যুদ্ধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে নাগধ্বজ দুর্যোধন যুদ্ধ যাত্রা করলেন। তৎক্ষনাৎ বীর কর্ণকে রণসাজে সজ্জিত দেখা যাচ্ছে এবং তেজস্বিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কথাও বলছেন কিন্তু মনে তাঁর উদ্বিগ্নতাও দেখা যাচ্ছে। কর্ণকে পরাক্রমপ্রদর্শনপূর্বক অর্জুন সকাশে রথ পরিচালনার আদেশ দিতে দেখা গেলো। অপরদিকে যুদ্ধকালীন কর্ণের মনের এই ভাবুকতা বা অসাড়তা চিন্তার কারণ হলো অথচ তার পরাক্রম যমতুল্য। যুদ্ধে তার অব্যর্থ লক্ষ্য। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কর্ণ স্বয়ং কুন্তিনন্দন , পরে রাধেয় নামে পরিচিত। তাই কর্ণের মনে উদয় হলো যুধিষ্ঠিরাদি সকলে আমার সহোদর ভ্রাতা। দীর্ঘদিনের প্রতিক্ষীত যুদ্ধে আমার অস্ত্র ব্যর্থ হতে চলেছে। অতঃপর কর্ণ শল্যরাজকে তাঁর অস্ত্রশিক্ষার বৃত্তান্ত জানালেন। পরশুরাম একমাত্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত কাউকে অস্ত্রশিক্ষা দেন না। সেই পরশুরাম সকাশে নিজেকে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করি এবং পরে আমি ' ক্ষত্রিয় ' এটা জানা মাত্রই অভিশাপ বর্ষণ করেছিলেন, ' যথাসময়ে সব অস্ত্রশিক্ষাই ব্যর্থ হবে , যার ফলেই এই যুদ্ধে আমার অস্ত্রচালনার ব্যর্থতা। দেখা যাচ্ছে অশ্ব ও হস্তীসমূহের দৈন্যতা সূচিত হচ্ছে। শল্যরাজ কর্ণকে বিপন্ন ও অবসাদগ্রস্ত দেখে অনুশোচনা ভোগ করছেন, অপরদিকে কর্ণ সান্ত্বনা সুরে বলছেন-----

"হতো বা প্রাপ্সসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীম্ ।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ।।" [১১]

যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়ই থাকে। সুতরাং কর্ম যুদ্ধিষ্ঠিরকে বন্ধন এবং অর্জুনকে তীরে বিদ্ধ করে ভূমিতে পাতিত করবার উদ্দেশ্যে রথে আরোহণ করলেন এবং রথ পরিচালনার আদেশ দিলেন। ঠিক এই সময়েই নেপথ্যে থেকে শব্দোত্থিত হল—হে কর্ণ ! মহান ভিক্ষা চাই। কর্ণ এই গুরুগম্ভীর শব্দ শোনামাত্রই অনুভব করলেন এই ভিক্ষুক, কোনো সাধারণ ভিক্ষুক নয়। ভিক্ষুকবেশী ব্রাহ্মণকে স্বয়ং কর্ণ আমন্ত্রন জানালেন এবং অভিবাদন জানাবার পর নিজ ঐশ্বর্য বা বৈভব সম্বন্ধে অবহিত করালেন। কিন্তু ব্রাহ্মণবেশী ভিক্ষুক স্বয়ং

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর পুত্র অর্জুনকে কর্ণের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যই কর্ণ সকাশে উপস্থিত হয়ে মহান ভিক্ষা প্রার্থনা করছেন। অবশেষে ভিক্ষা স্বরূপ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, অতিকৌশলে কর্ণের কবচকুণ্ডল গ্রহণ করে কর্ণকে "প্রতিষ্ঠন্তুতে যশঃ" এই আশীর্বাদ করে ভিক্ষুকবেশী ইন্দ্র প্রস্থান করলেন, এই ঘটনায় শল্যরাজ ব্যথিত হয়ে কর্ণকে বললেন যে তিনি ইন্দ্র কর্তৃক প্রতারিত হয়েছেন। কর্ণ তদুত্তরে বললেন , অনেক যজ্ঞে তৃপ্ত ইন্দ্র আমার দ্বারা উপকৃত সুতরাং ইন্দ্রই প্রতারিত হয়েছেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণবেশী দেবদূতের আগমন ঘটল এবং সেই দেবদূত বললেন , কর্ণের কাছ হতে কবচকুণ্ডল গ্রহণে ইন্দ্র অনুশোচিত , তাই তিনি 'বিমলা' নামক এক অমোঘ শক্তি প্রেরণ করেছেন। এই অস্ত্রে যে কোন একজন পাণ্ডব বধ্য। কিন্তু কর্ণ প্রতিদান গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করলে , ব্রাহ্মণের বাক্য গ্রহণের জন্য আদেশ করলে তিনি সম্মত হলেন এবং বললেন , "কখন পাওয়া যাবে" এবং প্রস্থান করলেন। অনন্তর কর্ণ রথে আরোহণ করে অর্জুনের প্রতি যাত্রা করবার আদেশ দিলেন।

ভরতবাক্য পাঠান্তে --- নাটকের সমাপ্তি ঘটলো , "সর্বত্র সম্পদঃ সন্তু নশ্যন্তু বিপদঃ সদা রাজা রাজগুণোপোতো ভূমিমেকো প্রাশাস্তনঃ।"[১২] এই নাটকের বিষয়বস্তু মহাভারতের কাহিনী, উপজীব্য হলেও নাট্যকার মহাকবি ভাস মূল কাহিনীকে পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করে নাট্যরূপ দিয়েছেন চমৎকারভাবে।

১) মহাভারতের কাহিনীতে দেখা যায়, পাণ্ডবদের বসবাসকালীন দেবরাজ ইন্দ্র নিজ পুত্র অর্জুনকে কর্ণের হাত থেকে রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে মহাভিক্ষা করতে কর্ণ সকাশে উপস্থিত হয়ে , 'কবচকুণ্ডল' গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মহাকবি ভাস এই নাটকে যুদ্ধে অবতীর্ণের জন্য প্রস্তুতি পর্বেই দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করে অতি কৌশলে মহান ভিক্ষাস্বরূপ 'কবচকুণ্ডল' গ্রহণ করেছেন। এই সংযোজিত বৃত্তান্ত কবি কল্পিত।

২) মহাভারতে বর্ণিত ব্রাহ্মণবেশী দেবরাজ ইন্দ্র 'কবচকুণ্ডল' গ্রহণের সূচনা কর্ণকে পূর্বেই স্বপ্নে জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভাসের নাটকে স্বপ্নের কোনো রূপ সংকেত আভাসিত হয় নাই। ফলে নাটকীয় বস্তু উপস্থাপনা প্রভাবশালী এবং কৌতুহলপূর্ণ ছিল।

৩) মহাভারতে বর্ণিত কর্ণ ইন্দ্রকে 'কবচকুণ্ডল' প্রদান করে নিজেই শক্তি প্রার্থনা করেছেন এবং ভাসের এই নাটকে 'কবচকুণ্ডল' দান করে নিজে নিঃস্পৃহ ছিলেন। স্বয়ং দেবদূত 'বিমলা' নামক অমোঘ অস্ত্র প্রদানে উপস্থিত হলেও তা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেছেন পরে ব্রাহ্মণের কথা বলায় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এই বৃত্তান্ত কবির নিজস্ব সৃষ্টি।

৪) মহাভারতে বর্ণিত কাহিনীতে সারথি শল্য পুনঃ পুনঃ কর্ণকে কটূক্তির দ্বারা অনুৎসাহিত করতে দেখা যায়। কিন্তু ভাসের নাটকে শল্য সৎ সারথি হিসাবে অঙ্কিত এবং যথাকালে যথোচিত পরামর্শদান ও সমবেদনা প্রকাশ আভাষিত।

নাটকটির বিষয়বস্তু প্রখ্যাত মহাভারতের কাহিনী হতে মহাকবি ভাস নিজস্ব কল্পনায় পরিবর্ধন, পরিমার্জন করে মৌলিকতার ছাপ রেখেছেন। সমগ্র নাটকটি ট্র্যাজেডি! মহাভারত কাহিনী উপজীব্য উরুভঙ্গমে নাটকটির সাথে এই নাটকটির (কর্ণভারম্) তুলনা করা যায়। উভয় নাটক-ই করুণরসাশ্রিত, 'কর্ণভারম্' নাটকের শুরুতেই বিষাদের ছায়া, সময়ে আহ্বান বার্তা জানাতে গিয়ে কর্ণকে শল্য দেখলেন মানসিক অবসাদগ্রস্ত ও দুঃখে ভারাক্রান্ত- 'ভোঃ কিং ন খলু যুদ্ধোৎসব প্রমুখস্য দৃষ্ট পরাক্রমস্যাভূতপূর্বোহৃদয় পরিতাপঃ। 'আলোচ্য নাটকটিতে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত করুণরস আভাষিত।

নাটকে মুখ ও নির্বহন সন্ধি তথা বাগযুদ্ধের বিধান এবং যুদ্ধের পৃষ্ঠভূমি প্রস্তুতির বর্ণনা রয়েছে। কোন স্ত্রী পাত্রীর স্থান নাই, এমনকি কোন স্ত্রীর ক্রন্দনও আভাসিত হয়নি।

মহাকবি ভাস আলংকারিকদের দৃষ্টিভঙ্গীতে নিশ্চিত কোন এক শ্রেণীভুক্ত নাটক হিসাবে 'কর্ণভারম্' রচনা করেন নাই। তথাপি উৎসৃষ্টিকাঙ্ক এর লক্ষণ—এই নাটকে সমধিক প্রকাশিত, তাই নাটকটিকে উৎসৃষ্টিকাঙ্ক একাঙ্ক নাটক বলা যেতে পারে। নাটকের রসবিচার করলে দেখা যায় আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত দর্শকের মনে করুণ রসের ছায়া। যদিও সমগ্র নাটকে করুণ রসের অভিব্যক্তি হয় নাই। কাব্যগুণে এই নাটক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। নাটকের বিষয়বস্তু বীররস সমন্বিত তথাপি করুণরসে অভিপ্লুত।

অলংকার প্রয়োগেও কবির নৈপুণ্য লক্ষ্যণীয়। "প্রাপ্তে নিদাঘ সময়ে ঘনরাশি রুদ্ধঃ সূর্যঃ স্বভাবরুচিমানিবভাতি কর্ণঃ।" (কর্নভারম্) কর্ণের এই উপমা সুন্দর ও তাৎপর্যমণ্ডিত।

১) পরশুরামের বর্ণনা

" বিদ্যুল্লতা কপিল তুঙ্গজটালাপ
মুদ্যৎ প্রভাববলয়িনং পরশুদধানম্। [১৩]।

সংস্কার এর অসারতা তথা ধর্ম ও দানের মহত্ত্বতা প্রকাশ নাট্যকার ভাস কর্ণের দ্বারা উদ্‌ঘাটন করেছেন। "ধর্মো হি যত্নৈঃ পুরূষেণ সাধ্যো ভূজঙ্গজিহ্বা চপলা নৃপশ্রিয়ঃ। তস্মাৎ প্রজাপালনমাত্রবুদ্ধ্যা হতেষু দেহেষু গুণা ধরন্তে।" (কর্ণভারম্)

২) শিক্ষা ক্ষয়ং গচ্ছতি কালপর্যাৎ । সুবদ্ধামূলা নিপতন্তি পাদপাঃ
জলং জলস্থানগতং চ শুষ্যতি, হূতং চ দত্তং চ তথৈব তিষ্ঠতি। [১৪]।

যুদ্ধের সার্থকতা ইত্যাদি শ্লোকে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।
এতদ্ব্যতীত সমগ্র নাটকে এ ধরনের বহু উক্তি রয়েছে।।

যে কোনো রচনাকার তাঁর রচনার বিস্তৃতির জন্য প্রথমে স্বল্প আধারকে গ্রহণ করে তারপর নিজের প্রতিভা, তর্ক এবং কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাঁর বিস্তার ঘটান। উক্ত নাটকেও মহাকবি ভাস মহাভারতের একটি ছোট কাহিনীকে আধার করে আপন প্রতিভার দ্বারা তাকে নাটকের রূপদান করেছেন।

উক্ত নাটকে বর্ণিত কাহিনী মহাভারতে অবিন্যস্ত অবস্থায় ছিল। নাট্যকার সেগুলিকে আপন কল্পনাশক্তির মাধ্যমে একত্রিত করে বিষয়টিকে সহৃদয়ের সহজবোধ্য করেছেন।

কপট ব্রাহ্মণ বেশধারী ইন্দ্র নিজপুত্র অর্জুনের বিজয়লাভের জন্য কর্ণের সহজাত কবজকুণ্ডলটি প্রার্থনা করেন। নিজ পিতা সূর্য কর্তৃক কবজকুণ্ডল না দেওয়ার সতর্কবার্তাকে উপেক্ষা করেও কর্ণ দানের প্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রকে কবচকুণ্ডল দিয়ে দিলেন। দান গ্রহণ করে লজ্জিত হয়ে ইন্দ্র কর্ণকে 'বিমলা' নামক অস্ত্র দিতে চাইলে কর্ণ দেবদূতকে দৃঢ় ভাবে জানিয়ে দেন যে তিনি দানের বদলে কোন বস্তু গ্রহণ করবেন না। তা সত্ত্বেও আপন কার্যের জন্য অনুতপ্ত ইন্দ্র মানসিক শান্তির জন্য 'ব্রাহ্মণের আদেশ' একথা বলে কর্ণকে অস্ত্র গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। মহাভারতে যে সময়ে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে তখন পাণ্ডবেরা বনে বাস করছিলেন। তথাপি মহাকবি ভাস আপন কল্পনা মাধুর্যে কাহিনীটি যুদ্ধক্ষেত্রে অভিনীত করে দর্শকদের মনে কর্ণের প্রতি সমবেদনা জাগিয়ে তিলেছিলেন । যে কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে কুপিত যমরাজ তুল্য ছিলেন তিনিই আজ নিজেকে অনুৎসাহী মনে করছেন এবং পরশুরামের অভিশাপে তাঁর

শাস্ত্রজ্ঞান বৃথাকল্প রূপে পরিগণিত হয় এবং তৎকালে সহজাত কবচকুণ্ডলের হস্তান্তর সহৃদয়ের চিত্তে করুণার সঞ্চার ঘটায়।

মহাকবি ভাস তাঁর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা নায়ককে সেই উচ্চস্থান দিতে চেয়েছেন যা একজন বীরের প্রাপ্য। যদিও কর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি , অভিশাপ এবং কবচকুণ্ডল হস্তান্তর প্রভৃতি ঘটনায় অসহায় হয়ে পরলেও , এমনকি কবচকুণ্ডল দানের মাধ্যমে কর্ণের প্রতারিত হওয়ার কথা শল্য কর্তৃক জ্ঞাপিত হয়েও তিনি নিজ আদর্শের প্রতি অবিচল থেকেছেন।

জগতের ভাবপদার্থ সমূহের বিনাশ, এমনকি মহৎ সম্পদরূপ বিদ্যারূপ অর্জিত জ্ঞানরাশি ও বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয় কালের ব্যবধানে--- বিপরীত পক্ষে যশ বা কীর্তি অক্ষয় রূপে বিদ্যমান থাকে জগতের এই শাশ্বত সত্যকে স্বীকার করেই কর্ণের ন্যায় মনস্বী বীরের পক্ষেই উদাত্ত কণ্ঠে উদ্‌ঘোষনা সম্ভব--- যুদ্ধজয়ে রাজ্যভোগ, মৃত্যুরূপ পরাজয়ে সর্বপ্রাপ্তি ব্যাতীত অন্য সবকিছুই মিথ্যা। এরূপে ঘটনার বিন্যাস এবং উপস্থাপনায় চমৎকারিত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে সহৃদয়ের প্রত্যাশা পূরণে ভাস মৌলিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন উক্ত নাটকে।

**তথ্যসূত্র:**

১) মালবিকাগ্নিমিত্রম্ ।
২) হর্ষচরিত ।
৩) গৌড়বহ ।
৪) প্রসন্নরাঘব ।
৫) দণ্ডী অবন্তিসুন্দরী কথা ।
৬) কাব্যমীমাংসা ।
৭) নাট্যদর্পণ ।
৮) শৃঙ্গার প্রকাশ ।
৯)অভিনবভারতী ।
১০) দশরূপক, ৩/৭০, ৭১ ।
১১) গীতা , ২/৩৭ ।
১২) কর্ণভারম্ , ১/২৫ ।
১৩) কর্ণভারম্ , ১/৯ ।
১৪) কর্ণভারম্ , ১/২২ ।

**গ্রন্থপঞ্জী:**

১) আচার্য, ডঃ দেবেশকুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা , ২০০৮।
২) উপাধ্যায়, আচার্য বলদেব, সংস্কৃত সাহিত্য কা ইতিহাস, শারদা নিকেতন, বারাণসী , ২০০১।
৩) উপাধ্যায়, বলদেব, ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্র , প্রসাদ পরিষদ, কাশী , ২০০৫ সংবৎ।
৪) উপাধ্যায়, আচার্য বলদেব, সংস্কৃত শাস্ত্রোঁ কা ইতিহাস, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী , ২০১৪।
৫) ত্রিপাঠী, ডঃ রমাশঙ্কর, সংস্কৃত সাহিত্য কা প্রামাণিক ইতিহাস, কৃষ্ণদাস অ্যাকাডেমি, বারাণসী, ১৯৯৬।
৬) দাশগুপ্ত, শ্রী সুরেন্দ্রনাথ, কাব্যবিচার, কলকাতা, ১৯৩৯ ।

৭) পাল, ডঃ মোহন, সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকটি দিক, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, ২০০৫।
৮) ব্যাস, ডঃ ভোলাশঙ্কর, সংস্কৃত কবিদর্শন, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ১৯৮৩ ।
৯) ভট্টাচার্য্য, ডঃ বিমানচন্দ্র, সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা, বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা, ২০০৬ ।
১০) ভট্টাচার্য্য, ডঃ সৌরবধি, বিদ্বদ্ভারতী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০১৪ ।
১১) ভট্টাচার্য্য, শ্রী বিষ্ণুপদ, সাহিত্য মীমাংসা, বিশ্বভারতী, ১৯৬০ ।
১২) ভট্টাচার্য্য, শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা, ১৮৮৮ ।
১৩) মালবীয়, ডঃ সুধাকর, ভাসনাটকচক্রম্ কৃষ্ণদাস অ্যাকাডেমি ।
১৪) রায়, ডঃ গঙ্গাসাগর, সংস্কৃত কে প্রমুখনাটককার তথা উনকী কৃতীয়া, চৌখাম্বা সংস্কৃত ভবন, বারাণসী, প্রথম বি. সং ১০৫৮ ।
১৫) শাস্ত্রী, গৌরীনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সারস্বত লাইব্রেরী, আশ্বিন, ১৩৬২ ।
১৬) সিংহ, ইন্দ্র, প্র. ইন্দ্রপাল, সংস্কৃত নাটক সমীক্ষা, সাহিত্য নিকেতন, কানপুর, ১৬৬০ ।
১৭) Krishnamoorthy , Dr. K. , Sanskrit criticism , Karnatak University Publication , 1964 .